প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জে শীর্ষস্থানে থাকার
মানসিকতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান
জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

বেসরকারিতে
‘পরীক্ষার ফলাফল,
অভিজ্ঞতা ও
কর্মসংস্থানে
কুমিল্লায়
আমরাই সেরা’

প্রসপেক্টাস

শিক্ষামন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড অনুমোদিত কারিগরি শিক্ষায়
৩ দশক’র অধিক সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে পরিচালিত ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ

College Code : 65146 EIIN : 139759

জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

মোবাইল
০১৬১১ ৪৮ ৯০ ৫৫
০১৯৭১ ৪৮ ৯০ ৫৫
০১৭৩২ ৪০ ০৮ ৯৯
০১৫১১ ৪৮ ৯০ ৫৫

ভর্তি ও তথ্য যোগাযোগ: রেইসকোর্স (রোকেয়া টাওয়ার), কুমিল্লা।
স্থায়ী ক্যাম্পাস: সালমানপুর, কোটবাড়ি, কুমিল্লা।

[illegible]

পলিটেকনিক শিক্ষা বা ডিপ্লোমা প্রকৌশল শিক্ষা

Polytechnic পলিটেকনিক শব্দটি বাংলায় বহু বিদ্যাবিষয়ক বা কারিগরি-শিল্প বিষয়ক শিক্ষা হিসেবে পরিচিত। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি কারিগরি ও শিল্প বিষয়ক শিক্ষার প্রয়োগ ঘটে। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট সমূহের মাধ্যমে সরকার ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশের সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম এর কোর্স কারিকুলাম, সিলেবাস, মান নিয়ন্ত্রণ ও সনদপত্র প্রদানের দায়িত্বে রয়েছে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড। ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের দেশ-বিদেশের কর্মবাজারে অত্যাধিক চাহিদা রয়েছে। এছাড়াও ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পাস সনদপত্র দিয়ে দেশ-বিদেশের সরকারি-বেসরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে বি.এসসি,এম.এসসিসহ উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত ইতিহাস: ১৯৪৯ এর ফেব্রুয়ারিতে Council of Technical Education in Pakistan এর রিপোর্ট মোতাবেক ১৯৫৫ সালে ঢাকা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপিত হয়। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে পলিটেকনিক শিক্ষা অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হিসেবে স্থান করে নিয়েছে অনেক আগেই। আমাদের দেশে এ শিক্ষায় শিক্ষিত জনবলের হার এখনো অনেক কম। ১৯৯৬ সালে দেশে বেসরকারি উদ্যোগে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এ শিক্ষাকে তৃণমূল পর্যায়ে ছড়িয়ে দিতে সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষ করে সব জেলা ও উপজেলায় সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট স্থাপন। চলমান সময়ে এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের একটি বিশাল অংশ ডিপ্লোমা প্রকৌশল পড়াশোনা করছে। এ শিক্ষায় প্রতি বছরই মেধাবী শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। এর মূল কারণ হলো ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা সম্পন্ন করা শিক্ষার্থীদের বেকার থাকতে হয় না। দেশে বর্তমানে ৪৯টি সরকারি ও পাঁচ শতাধিক বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট একই কারিকুলামে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা বাস্তবায়ন করে চলেছে। অপার সম্ভাবনার দেশ বাংলাদেশ, ১৮ কোটি মানুষের দেশ বাংলাদেশ। দেশে মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধ ও শিশু এবং দুই তৃতীয়াংশ কর্মক্ষম। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে ১০ কোটি লোক কর্মক্ষম। বিভিন্ন গবেষণা সংস্থার তথ্যমতে, দেশে প্রায় ৩ কোটি কর্মক্ষম লোক বেকার জীবন যাপন করছে। যাদের অধিকাংশ গতানুগতিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও উচ্চ শিক্ষিত। তাই, কর্মক্ষম এই জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করতে ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একটা সময় ছিল ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষায় সায়েন্স বিভাগের শিক্ষার্থীরাই শুধুমাত্র পড়াশোনা করতে পারতো। সময়ের চাহিদার কথা বিবেচনা করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাকাশিবো সুযোগ করে দিয়েছে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীদের ডিপ্লোমা প্রকৌশল বিষয়ে পড়াশোনা করার। ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সসমূহের মধ্যে অত্যধিক চাহিদাসম্পন্ন সিভিল টেকনোলজি ও ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি বিষয়ে পড়াশোনায় **জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে** আমন্ত্রণ।

৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা প্রকৌশল কোর্সের পাঠদান অনুমোদন আদেশ

প্রতিষ্ঠান কোড ঃ ৬৫১৪৬

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

স্মারক নং-বাকাশিবো/ক(ডিপ্লোমা)/২০১৪/৪৩৯৬ তারিখঃ ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ

প্রাপক:
অধ্যক্ষ
জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
কুমিল্লা।

বিষয় ঃ **ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে বোর্ড সভার অনুমোদন সাপেক্ষে অত্র বোর্ড কর্তৃক আপনার প্রতিষ্ঠান ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম ২০১৪-২০১৫ শিক্ষাবর্ষ হতে নিম্নোক্ত টেকনোলজি ও আসন সংখ্যা অনুযায়ী বর্ণিত শর্তাবলি আরোপপূর্বক সাময়িকভাবে প্রাথমিক পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হলো।

প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	টেকনোলজি	আসন সংখ্যা
জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট উপজেলা: আদর্শ সদর জেলা: কুমিল্লা।	সিভিল টেকনোলজি	৪০
	ইলেকট্রিক্যাল টেকনোলজি	৪০

(মোঃ আব্দুর রেজ্জাক)
পরিচালক (কারিকুলাম)
তারিখঃ ১৮/০৮/২০১৪ খ্রিঃ

স্মারক নং-বাকাশিবো/ক(ডিপ্লোমা)/২০১৪/৪৩৯৬ (৯)
১। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, পশ্চিম আগারগাঁও, ঢাকা।
২। জেলা প্রশাসক, কুমিল্লা।
৩। সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৪। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৫। উপ-সচিব (প্রশাসন), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৬। উপ-সচিব (রেজিস্ট্রেশন), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৭। সিস্টেম এনালিস্ট, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।
৮। চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড, ঢাকা।

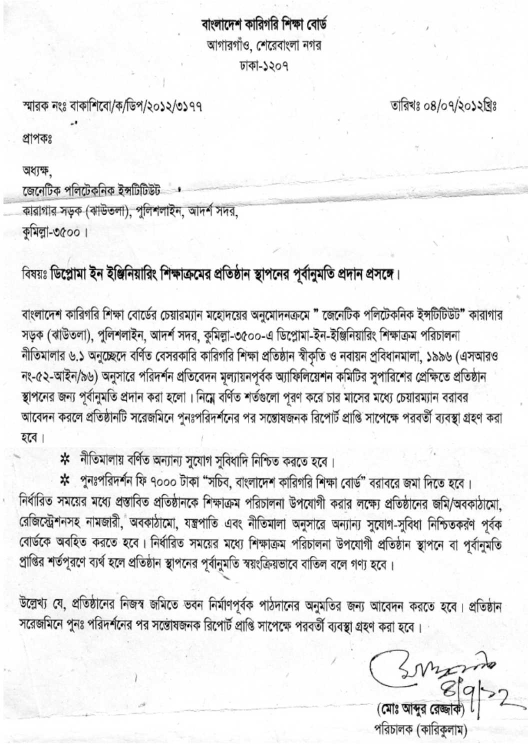

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭

স্মারক নংঃ বাকাশিবো/ক/ডিপ/২০১২/৩১৭৭ তারিখঃ ০৪/০৭/২০১২খ্রিঃ

প্রাপকঃ

অধ্যক্ষ,
জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট
কারাগার সড়ক (ঝাউতলা), পুলিশলাইন, আদর্শ সদর,
কুমিল্লা-৩৫০০।

বিষয়ঃ **ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রমের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি প্রদান প্রসঙ্গে।**

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে " জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট" কারাগার সড়ক (ঝাউতলা), পুলিশলাইন, আদর্শ সদর, কুমিল্লা-৩৫০০-এ ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষাক্রম পরিচালনা নীতিমালার ৬.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি ও নবায়ন প্রবিধানমালা, ১৯৯৬ (এসআরও নং-৫২-আইন/৯৬) অনুসারে পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়নপূর্বক অ্যাফিলিয়েশন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পূর্বানুমতি প্রদান করা হলো। নিম্নে বর্ণিত শর্তগুলো পূরণ করে চার মাসের মধ্যে চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন করলে প্রতিষ্ঠানটি সরেজমিনে পুনঃপরিদর্শনের পর সন্তোষজনক রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

* নীতিমালায় বর্ণিত অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদি নিশ্চিত করতে হবে।
* পুনঃপরিদর্শন ফি ৭০০০ টাকা "সচিব, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড" বরাবরে জমা দিতে হবে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের জমি/অবকাঠামো, রেজিস্ট্রেশনসহ নামজারী, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি এবং নীতিমালা অনুসারে অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিতকরণ পূর্বক বোর্ডকে অবহিত করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষাক্রম পরিচালনা উপযোগী প্রতিষ্ঠান স্থাপনে বা পূর্বানুমতি প্রাপ্তির শর্তপূরণে ব্যর্থ হলে প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পূর্বানুমতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল বলে গণ্য হবে।

উল্লেখ্য যে, প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমিতে ভবন নির্মাণপূর্বক পাঠদানের অনুমতির জন্য আবেদন করতে হবে। প্রতিষ্ঠান সরেজমিনে পুনঃ পরিদর্শনের পর সন্তোষজনক রিপোর্ট প্রাপ্তি সাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(মোঃ আব্দুর রেজ্জাক)
পরিচালক (কারিকুলাম)

১৯৯৫ সাল থেকে কারিগরি শিক্ষায় পথচলা শুরু এবং ২০১৪-২০১৫ সেশন থেকে প্রকৌশল শিক্ষা বাস্তবায়নে পথচলা শুরু

[বহুতল ভবন, ব্রীজ-কালভার্ট, নান্দনিক স্থাপনার নকশা ও অবকাঠামো গড়ার কাজে সিভিল ইঞ্জিনিয়ার]

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা

সারা দুনিয়ায় রাস্তা-ঘাট, বহুতল ভবন, দালান-কোঠা, ব্রীজ-কালভার্ট, ফ্লাইওভার, অফিস ডেকোরেশন, নান্দনিক স্থাপনা, নগর উন্নয়নসহ নানারকম অবকাঠামো গড়ার কাজগুলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা করা প্রকৌশলীদের দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকে। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের মেধা ও শ্রমের বদৌলতে মানবসভ্যতায় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে। আধুনিকতাকে নান্দনিকতায় রূপ দিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে। আমাদের দেশে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা বাস্তবায়নের একমাত্র শিক্ষাবোর্ড **'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড'** এর অধীনে পরিচালিত সরকারি-বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে। দেশে ও বিদেশে বিপুলভাবে সমাদৃত ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে চাকুরিও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে।

চাকুরির ক্ষেত্রঃ-

(১) সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (২) সড়ক ও জনপথ বিভাগ, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ (LGED), পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পুলিশ বাহিনীর প্রকৌশল বিভাগ, বাখরাবাদ গ্যাস কোম্পানী লিমিটেড, বার্ডসহ সরকারের প্রকৌশল ডিপার্টমেন্টসমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৩) বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি, অবকাঠামো নির্মাণ কাজের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৪) দেশের যে কোন সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (সিভিল) হিসেবে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৫) এসএসসি ভোকেশনাল স্কুলসমূহে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (সিভিল) হিসেবে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৬) বিভিন্ন কন্সট্রাকশন/ ডেভেলপার কোম্পানীতে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল) পদে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৭) বিদেশে উচ্চ বেতনে চাকুরি লাভের পর্যাপ্ত সুযোগ রয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ-

(১) কন্সট্রাকশন কোম্পানী স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। (২) আর্কিটেকচার কোম্পানী স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। (৩) বহুতল ভবনের নকশা তৈরি, বহুতল ভবনের প্ল্যান অনুমোদন ও অবকাঠামো গড়ে তোলার কোম্পানী স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। (৪) ব্রীকস ফিল্ড স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। (৫) কনসালটেন্ট হিসেবে এস্টিমেট, ডিজাইন, এনালাইসিস ও সুপারভিশনের কাজ করতে পারবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রঃ-

৪ বছর / ৮ সেমিস্টার মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্স সফলভাবে সম্পন্ন করার পর বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক সনদপত্র অর্জন করবে। অর্জিত সনদপত্রের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিএসসি (অনার্স) ইঞ্জিনিয়ারিংসহ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনা

ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংকে প্রযুক্তি বিদ্যার মধ্যমণি বলা হয়। কারণ ইলেকট্রিক ছাড়া সারা দুনিয়ার সকল টেকনোলজি অচল, সারা দুনিয়া অন্ধকার। কম্পিউটারসহ যেকোনো ধরনের ইলেক্ট্রনিক্স পণ্যসামগ্রী পরিচালনার জন্য বিদ্যুৎ আবশ্যক। ইলেকট্রিক্যাল বিষয়ে পড়াশোনা করা শিক্ষার্থীদের কর্মবাজার পৃথিবীর সবচেয়ে বড়।

বিদ্যুতের ব্যবহার মানবজীবনে বৈচিত্রময়তা এনে দিয়েছে। এই বৈচিত্রময়তাকে নিরাপদ ও সুনিপূণভাবে কাজে লাগানোর জন্য ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারগণ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড এর অধীনে জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে। কোর্সটি সফলভাবে সম্পন্ন করার পর একজন শিক্ষার্থী নিন্মোক্ত ক্ষেত্রসমূহে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারবে-

চাকুরি ক্ষেত্রেঃ-

(১) সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও দপ্তরে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) পদে ২য় শ্রেণির গেজেটেড কর্মকর্তা হিসেবে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (২) দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসমূহে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) হিসেবে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৩) সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, এলজিইডি, পানি উন্নয়ন বোর্ড, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, বার্ড, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, বাংলাদেশ পুলিশ, বিভিন্ন ব্যাংকসহ সরকারি ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহে উপ-সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) হিসেবে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৪) ভোকেশনাল স্কুলসমূহে জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর (ইলেকট্রিক্যাল) হিসেবে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৫) ইলেক্ট্রিক্যাল পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানীতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৬) মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী, পাওয়ার প্ল্যান্ট কোম্পানীতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার পদে চাকুরি লাভের যোগ্যতা অর্জন করবে। (৭) বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে উচ্চতর বেতনে প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল) পদে চাকুরি লাভের সুযোগ রয়েছে।

আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্রঃ-

(১) ইলেকট্রিক্যাল পণ্য সামগ্রীর ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনা করতে পারবে। (২) বিদ্যুৎ ও জ্বালানী মন্ত্রণালয়, পল্লী বিদ্যুৎ সংস্থাসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ঠিকাদারী ব্যবসা পরিচালনা করতে পারবে। ব্যক্তিগতভাবে সার্ভিস ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারবে। (৩) নিজস্ব বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। (৪) ইলেকট্রিক্যাল পণ্য সামগ্রী আমদানী-রপ্তানী কোম্পানী স্থাপনের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে। (৫) ইলেকট্রিক্যাল পণ্য তৈরির কারখানা স্থাপন করতে পারবে। (৬) ইলেকট্রিক্যাল শিক্ষা সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারবে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রঃ-

৪ বছর মেয়াদী ডিপ্লোমা-ইন-ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পাস সনদপত্র অর্জনকারী শিক্ষার্থীরা দেশ-বিদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (সম্মান), এমএসসি/এমবিএ বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংযোগ আর মেরামতে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ কারিগরি
শিক্ষাবোর্ড স্বীকৃত ডিপ্লোমা প্রকৌশল কলেজ

জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

Genetic

ভর্তি ও তথ্য বিভাগ: রেইসকোর্স, আদর্শ সদর,কুমিল্লা।
ওয়েব: www.gpi.edu.bd

কলেজ কোড: ৬৫১৪৬
EIIN: 139759

স্মারক নং:/জিপিআই/ভর্তি-কমিটি/চলতি সেশন

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে চলতি সেশনে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের নিম্নোক্ত টেকনোলজিতে ভর্তি চলছে-

নং	কোর্সের নাম	টেকনোলজি	কোর্সের মেয়াদ	আসন সংখ্যা
০১	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	ইলেকট্রিক্যাল	০৪ বছর/০৮ সেমিস্টার	৫০ জন
০২	ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	সিভিল	০৪ বছর/০৮ সেমিস্টার	৫০ জন

ভর্তির ন্যূনতম যোগ্যতা

এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় ন্যূনতম ২.০ জিপিএ উত্তীর্ণ সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরা ভর্তির জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য, পাসের সাল শিথিলযোগ্য। বিজ্ঞান বিভাগ হতে এইচএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সরাসরি তৃতীয় পর্বে ভর্তি হতে পারবে। এইচএসসি ভোকেশনাল উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সরাসরি চতুর্থ পর্বে ভর্তি হতে পারবে।

ভর্তির নিয়মাবলি

আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অফিস থেকে ৩০০/- (তিনশত) টাকার বিনিময় ভর্তি ফরম সংগ্রহ করবে। ভর্তি ফরমের সবগুলো কলাম নির্ভুলভাবে পূরণ করে ফরমের সাথে যে সকল ডকুমেন্ট সংযুক্ত করতে হবে- (১) এসএসসি/সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণের নম্বরপত্র (২) পাসপোর্ট সাইজ ৩ কপি ছবি (৩) শিক্ষার্থীর জন্ম নিবন্ধন সনদপত্রের ফটোকপি (৪) পিতা ও মাতার এনআইডি ফটোকপি। ভর্তি ফরম জমা দেয়ার সময় অধ্যক্ষ, জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট এর অনুকূলে ভর্তি ফি ও রেজি. ফি বাবত ৮,০০০/- (অফেরতযোগ্য) টাকা (পে-অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফ্ট) জমাকরত: ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন হবে। অত্র প্রতিষ্ঠানে সকল ধরনের ফি- হিসাব শাখায় জমা দিবে এবং বিনিময় রশিদ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করবে।

প্রতিষ্ঠানের ফি পরিশোধের নিয়মাবলি

মাসিক টিউশন ফি: ২,৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকা মাত্র। প্রতি সেমিস্টার (৬ মাস) টিউশন ফি (২৫০০×৬=১৫,০০০/-) প্রতি পর্বে ক্লাস শুরুর পূর্বে ৩ মাসের টিউশন ফি অগ্রিম পরিশোধ করতে হবে। বকেয়া টিউশন ফি কিস্তিতে পরিশোধ করতে পারবে। উপরোক্ত ফি এর বাইরে আর কোন প্রাতিষ্ঠানিক ফি দিতে হবেনা। যেমন: সেশন ফি, সেমিস্টার ফি, উন্নয়ন ফি, ক্লাস টেস্ট ফি, মধ্য পরীক্ষা ফি ইত্যাদি ফি দিতে হবেনা। (পর্ব সমাপনী পরীক্ষার ফরম ফিলআপ ফি ব্যতীত)

সেমিস্টার ভিত্তিক সরকার/ এমেড ফাউণ্ডেশন শিক্ষাবৃত্তি

বৃত্তির ক্যাটাগরি	সরকারি বৃত্তি	অস্বচ্ছল পরিবারের	ডিপ্লোমা ফলাফল বৃত্তি	৯৫% ক্লাসের উপস্থিতি	প্রতি পর্বে প্রতিজন
ছাত্র	৫,০০০/-	১,০০০/-	GPA:3.75+=৫০০/-	১,০০০/- টাকা	৭,৫০০/- টাকা
ছাত্রী	৫,০০০/-	২,০০০/-	GPA:3.75+=৫০০/- বা পাঠ্য বই গিফট	১,০০০/- টাকা	৮,৫০০/- টাকা

সরকারি উপবৃত্তি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সরকারের নিয়মাবলি প্রযোজ্য হবে।

৪ বছর/ ৮ সেমিস্টার টিউশন ফি	৪ বছরে সরকারি উপবৃত্তি	৪ বছরে ফাউণ্ডেশন বৃত্তি
মাসিক ২,৫০০×৬ মাস×৮ সেমিস্টার =১,২০,০০০/- টাকা	প্রতি পর্বে-৫,০০০×৮ সেমিস্টার =৪০,০০০/- টাকা	প্রতি পর্বে-২,৫০০×৮ সেমিস্টার =২০,০০০/- টাকা

আনোয়ারা মতিন এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত

বৃত্তি সুবিধাসমূহ

অত্র প্রতিষ্ঠানটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানীজ এণ্ড ফার্মস নিবন্ধিত আনোয়ারা মতিন এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট ফাউণ্ডেশন'র (রেজি নং: CHS-503) গঠনতন্ত্র মোতাবেক পরিচালিত। ক্লাসে উপস্থিতির হার বৃদ্ধিকরণ, পরীক্ষায় ভালো ফলাফলে উৎসাহ প্রদান, নিয়ম-শৃংখলা অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের অভ্যস্থকরণের লক্ষ্যে এমেড ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত বৃত্তিসমূহ প্রদান করে আসছে। শিক্ষার মান উন্নয়ন ও বিশ্বমানের সুদক্ষ প্রকৌশলী তৈরির লক্ষ্যে এমেড ফাউণ্ডেশন কর্তৃক প্রদত্ত শিক্ষা বৃত্তিসমূহ সেমিস্টার ভিত্তিক প্রদান করা হবে।

নং	বৃত্তির নাম	বৃত্তির বিবরণ ও প্রদানকারী সংস্থা	মোট	সর্বমোট
১	ক্লাসে উপস্থিতি বৃত্তি	ক্লাসে উপস্থিতির হার যতো বেশি হবে পরীক্ষার ফলাফলও ততো ভালো হবে। শতকরা ৯৫% ক্লাসে উপস্থিতির জন্য প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সেমিস্টার ভিত্তিক ১,০০০/- টাকা শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হবে।	৮,০০০/-	সর্বমোট ফাউন্ডেশন বৃত্তি ২০,০০০/- টাকা প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে।
২	পরীক্ষার ফলাফল	সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় GPA 3.75+ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের প্রতি পর্বে ৫০০/- টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে।	৪,০০০/-	
৩	অস্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থী	আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ের জন্য প্রতি পর্বে ১,০০০/- টাকা বৃত্তি প্রদান করা হবে।	৮,০০০/-	

এছাড়াও সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় GPA 4.00 অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের এমেড ফাউণ্ডেশন কর্তৃক আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

বিশেষ পুরস্কার ও টিউশন ফি মওকুফ সুবিধা

- পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় GPA 4.00 প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।
- **জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে** অধ্যয়নরত সহোদর (ভাই/ বোন) এর ক্ষেত্রে উভয়জন প্রতি পর্বে টিউশন ফি ১,০০০/- টাকা মওকুফ সুবিধা পাবে।
- এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৪.৫০ উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা ভর্তি ফি ২,০০০/- টাকা মওকুফ সুবিধা পাবে।

পড়াশোনার পাশাপাশি খণ্ডকালিন উপার্জনে সহযোগীতা

অস্বচ্ছল পরিবারের (উপার্জন করতে আগ্রহী) কর্মঠ শিক্ষার্থীদের পড়ালেখার পাশাপাশি দৈনিক ২-৩ ঘন্টা কাজের সুযোগ করে দেয়া হবে। যাতে করে শিক্ষার্থীরা উপার্জিত অর্থ দিয়ে পড়ালেখার খরচ মেটাতে পারে। ৫ম সেমিস্টার থেকে শিক্ষার্থীদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সর্বাত্মক সহযোগীতা করা হবে। নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণকারী প্রতিশ্রুতিশীল শিক্ষার্থীদের জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটসহ এমেড ফাউণ্ডেশন এর বিভিন্ন প্রকল্পে চাকুরির সুযোগ রয়েছে।

সমৃদ্ধ দেশ গড়তে কারিগরি শিক্ষা দরকার, সহযোগিতায় এমেড ফাউন্ডেশন ও সরকার

কার্যকরি পর্ষদ
২০২৫-২০২৭

নং	সদস্যের পূর্ণ নাম	ঠিকানা	পদবী
১	আলহাজ্ব মো. আব্দুল মতিন খলিফা	সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
২	অধ্যক্ষ মো. মুজিবুর রহমান মুকুল	রেইসকোর্স, কুমিল্লা	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সচিব
৩	ফাতেমা আহমেদ ভুইয়া	মোগলটুলি, আদর্শ সদর, কুমিল্লা	ফাউণ্ডেশন প্রতিনিধি
৪	অধ্যাপক মো. ইছহাক ভূঁইয়া	সূবর্ণপুর, আদর্শ সদর, কুমিল্লা	অভিভাবক প্রতিনিধি
৫	ডা. নাজমুল হক কবির	পাকগাজীপুর, মুরাদনগর, কুমিল্লা	অভিভাবক প্রতিনিধি
৬	মো. মাহবুব আলম	রেইসকোর্স, কুমিল্লা	শিক্ষক প্রতিনিধি
৭	মো. মাসুকুর রহমান রাসেল	সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা	দাতা সদস্য

শিক্ষক-কর্মকর্তাদের তালিকা
(জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়)

নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	প্রতিষ্ঠানের নাম	পদবী
১	মো. মুজিবুর রহমান (মুকুল)	এমবিএ (HRM)	আমেরিকা বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি	অধ্যক্ষ/পরিচালক
২	ফাতেমা আহমেদ	বিএসএস; এমএ	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	উপ-পরিচালক
৩	মো. ইছহাক ভূঁইয়া	বিএসএস; এমএ	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	একাডেমিক ইনচার্জ
৪	হাবীবা আক্তার হীরা	বিবিএ; এমবিএ	ইন্টারন্যাশনাল ইসলামি ইউনিভার্সিটি	একাডেমিক অফিসার
৫	যাদব চন্দ্র চক্রবর্তী	এমএ (ইংরেজি)	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	প্রভাষক (ইংরেজি)
৬	মো. সাইদুর রহমান	বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	রয়েল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা	প্রশিক্ষক কম্পিউটার
৭	বুশরা বেগম	বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (ঢুয়েট)	সিনিয়র প্রশিক্ষক (ইটি)
৮	মোসা. কোহিনুর আক্তার	বিএ (অনার্স); এমএ	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	প্রভাষক (বাংলা)
৯	শারমিন জহুর (কথা)	বিবিএ; এমবিএ	কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ	প্রভাষক (ননটেক)
১০	সাব্বির হোসেন	বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	সিসিএন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	প্রশিক্ষক (সিভিল)
১১	মো. শরিফ হোসেন	বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি, ঢাকা	প্রশিক্ষক (ইটি)
১২	মো. কামরুজ্জামান মোল্লা	বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	আইইউবিএটি, ঢাকা	সিনিয়র প্রশিক্ষক (সিটি)
১৩	মহিউদ্দিন হায়দার	বিএসসি-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং	আহসান উল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	সিনিয়র প্রশিক্ষক (সিটি)
১৪	সুস্মিতা ভৌমিক	বিএসএস	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	ব্যবস্থাপক (হিসাব)
১৫	মো. মাসুকুর রহমান রাসেল	প্রফেশনাল ডিপ্লোমা	জেনেটিক ইন্সটিটিউট অব ইনফরমেশন টেকনোলজি	ল্যাব ইনচার্জ
১৬	ঝুম্পা রাণী দাস	এমএ	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়	ডেক্স অফিসার
১৭	মো. ওমর ফারুক	ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং	জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট	জুনিয়র প্রশিক্ষক

প্রতিযোগিতার চ্যালেঞ্জে সেরা হওয়ার মানসিকতা নিয়ে পড়তে এসো
সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে বেরিয়ে যাও

কেন জেনেটিক পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটে পড়াশোনা করবে?

১। স্বল্প খরচে বিশ্বমানের ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি অর্জন করে দেশ-বিদেশের কর্মবাজারে কর্মসংস্থান ও দেশ বিদেশের সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি।

২। প্রতিষ্ঠানটির প্রত্যেক শিক্ষার্থী প্রতি পর্বে ৫ হাজার টাকা হিসেবে ৮ পর্বে মোট ৪০ হাজার টাকা সরকারি উপবৃত্তি প্রাপ্তির সুযোগ রয়েছে। উপবৃত্তি টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরাসরি শিক্ষার্থীর (বিকাশ/ নগদ/ রকেট) নম্বরে প্রদান করা হবে। (সরকারের নীতিমালা অনুযায়ী সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত হবে)

৩। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় ৩ দশক'র অধিক সময়ের অভিজ্ঞতা ও সুনামের আলোকে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

৪। অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করা উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক সনদপত্র অর্জন করবে। অর্জিত সনদপত্রে একজন ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে, তেমনি দেশ-বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং/ অনার্স/ সমমান, মাস্টার্স/ সমমান পড়াশোনাও করতে পারবে।

৫। অত্র প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা সরকারি চাকুরিতে উপ-সহকারি প্রকৌশলী পদে আবেদন করার যোগ্যতা অর্জন করবে। মধ্য প্রাচ্যের দেশসমূহে ন্যূনতম ৫০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষাধিক টাকা বেতনে চাকুরির সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও বিশ্বের যে কোন দেশে পড়াশোনা ও চাকুরির সুযোগ রয়েছে।

৬। প্রতিষ্ঠানটির অবস্থান শহরের প্রাণকেন্দ্রে হওয়ায় দেশের যে কোন প্রান্ত দেশে সহজে ও স্বল্প খরচে যাতায়াত সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও প্রতিষ্ঠানটির আশেপাশে বিপুল সংখ্যক সরকারি-বেসরকারি ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। যেখানে পড়ালেখার পাশাপাশি খণ্ডকালিন কাজের সুযোগ কাজে লাগাতে পারবে।

৭। প্রতিষ্ঠানটিতে রয়েছে উচ্চতর ডিগ্রিধারী দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রভাষক এবং প্রশিক্ষকমণ্ডলি। নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণই ভালো ফলাফলের জন্য যথেষ্ঠ, প্রাইভেট কোচিং এর প্রয়োজন হবে না।

৮। দূরের শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে আবাসিক সুবিধা।

৯। অত্যন্ত সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ। সুসজ্জিত ক্লাস রুম ও ল্যাব এবং ব্যবহারিক ক্লাসের সুবিধা বিদ্যমান। নিয়মিত মাসিক ক্লাস টেস্টের মাধ্যমে মান নির্ণয়ের ব্যবস্থা।

১০। দুর্বল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বাড়তি ক্লাসের সুবিধা। প্রতিশ্রুতিশীল পরিশ্রমি শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে আইসিটি ট্রেনিং কোর্স এবং স্পোকেন ইংলিশ কোর্স সম্পন্ন করার অতিরিক্ত সুবিধা।

১১। বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষায় শতভাগ পাশের হার এবং পরপর ০৫ বার শতভাগ শিক্ষার্থীর ফার্স্টক্লাস ফলাফল অর্জন। জাতীয় পর্যায়ে অত্র প্রতিষ্ঠানের ৩টি ব্যাচ এর ০৭ জন শিক্ষার্থী (৮ম পর্ব ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলে CGPA out of 4.00 থেকে 3.99, 3.98, 3.97 অর্জন করেছে) মেধাবৃত্তি পুরস্কার ও কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সচিব স্বাক্ষরিত জাতীয় পর্যায়ে মেধাবৃত্তি সনদপত্র অর্জন করেছে।

১২। শিক্ষার্থীদের প্রফেশনাল জ্ঞান বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তুলতে সেমিস্টারভিত্তিক শিল্পকারখানা ও প্রকল্প পরিদর্শনের ব্যবস্থাকরণ।

১৩। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের সাথে শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মতবিনিময় সভার মাধ্যমে বিভিন্ন সুপারিশ গ্রহণ ও যৌক্তিক প্রস্তাবসমূহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১৪। পর্ব সমাপনী পরীক্ষায় ভালো ফলাফলকারী শিক্ষার্থীদের আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান।

১৫। উচ্চতর পড়ালেখায় স্কলারশীপ বা চাকুরির উদ্দেশ্যে বিদেশে যেতে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা প্রদান।

১৬। দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের এমেড ফাউণ্ডেশন কর্তৃক বৃত্তিপ্রদান।

১৭। শিক্ষার্থীদের আচার-আচরণ ও নৈতিকতার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান, ধর্মীয় নিয়ম-নীতির অনুশীলন, বিভিন্ন প্রতিযোগিতা আয়োজন করে বিজয়ী শিক্ষার্থীদের পুরস্কার প্রদান, বাঙালি সংস্কৃতি চর্চায় বিশেষ গুরুত্ব, জাতীয় দিবসসমূহ গুরুত্বের সাথে উদ্‌যাপনসহ নানা কর্মসূচির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দায়িত্বশীল ও দক্ষ প্রকৌশলী হিসেবে গড়ে তোলা হয়।